তারিখ 07 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬

সমকাল

অর্থমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হবে আশা শিক্ষকদের

■ সমকাল প্রতিবেদক

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আন্দোলন প্রসঙ্গে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দেওয়া বক্তব্যের জবাব দিয়েছেন শিক্ষকরা। তারা আশা করেন, শিক্ষক প্রতিনিধিদের দেওয়া অর্থমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি শিগগির বাস্তবায়ন করা হবে। গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ও মহাসচিব অধ্যাপক এএসএম মাকসুদ কামালের পাঠানো এক যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, 'অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পাবলিক ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

অর্থমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা যাতে টাইম স্কেল বা সিলেকশন গ্রেড ব্যতীত গ্রেড-১ ও গ্রেড-২ পান সেজন্য সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করছে। তাহলে গত ১৫ ডিসেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক চিঠিতে বেতনবৈষম্য দূর করা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির পহেলা নভেম্বর তারিখের সভার সিদ্ধান্ত দেখিয়ে তা বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো কেন? এতে চাতুরির সঙ্গে সপ্তম পে স্কেল থেকে অর্ধেক কিংবা তারও কমসংখ্যক অধ্যাপককে গ্রেড-১-এ যাওয়ার সুবিধা রাখা হয়েছে। এই বিতর্কিত পরিপত্রটি প্রত্যাহার করা হয়েছে কি-না?'

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সব পর্যায়ের ক্যাডার ও ক্যাডারবহির্ভূত প্রায় ১২ লাখ চাকরিজীবীর মধ্য থেকে সরকারের সচিবসহ গ্রেড-১ ভুক্ত চাকরিজীবীর সংখ্যা বর্তমানে ১২২ জন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ৩২টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট শিক্ষকের সংখ্যা ১১ হাজার ৪১১ জন, এর মধ্যে গ্রেড-১ ভুক্ত অধ্যাপকের সংখ্যা ৮২০ জন। ক্যাডারবহির্ভূতরা কি সচিব পদে পদোন্নতি পান? তাহলে তারা এই হিসাবে কেন? অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবসরের বয়সসীমা ৬৫ বছর। অন্যদিকে সরকারি চাকরিজীবীদের অবসর নেওয়ার বয়সসীমা ৫৯ বৎসর। বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা, গবেষণাকর্ম বিশ্ববিদ্যালয় তথা জাতির প্রয়োজনে কাজে লাগানোর মহান ব্রত নিয়েই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষকদের চাকরির বয়সসীমা ৬৫ বছর করেছিলেন। ভারত ও শ্রীলংকায় শিক্ষকদের চাকরির বয়সসীমা ৬৫ বছর। এ ছাড়া ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশেও তাই।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিজের কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ পান, যা কোনো সরকারি কর্মচারীর পক্ষে সম্ভব নয়।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের বক্তব্য হলো, সরকারি কর্মকর্তারাও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। এমন তথ্য-প্রমাণ তাদের কাছে আছে। সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে কাজ করার এ সুযোগ পান– যা সর্বমোট শিক্ষকের ২-৩ শতাংশের বেশি হবে না।

প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষকরা আরও বলেন, শিক্ষকরা বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য কোনো উচ্চশিক্ষা বৃত্তির সুযোগ নেই, যা আমলাদের রয়েছে। বিদেশি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেলেই আমলারা সরকারি কোষাগার থেকে ৩৫ লাখ টাকা পান, যা শিক্ষকদের জন্য নেই। যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন সরকারি কর্মকর্তা গাড়ি কেনার জন্য সুদমুক্ত ৩০ লাখ টাকা পেয়ে থাকেন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পান মাসিক ৪৫ হাজার টাকা। এ ধরনের কোনো সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নেই। সরকারি বাসাসহ এর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার জন্য সরকারি খরচে আমলারা কর্মী পেয়ে থাকেন। উপরন্তু, শিক্ষকরা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, খাতা মূল্যায়ন ও আনুষঙ্গিক দায়িত্ব পালন করে যে ভাতা পান তা আমলাদের সিটিং অ্যালাউন্সের নগণ্য অংশ মাত্র।